



10468 - আসমানী কতিব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান

প্রশ্ন

আল্লাহ্ যবে নবীগণকে পাঠিয়েছেন তাঁরা কারা এবং যবে কতিবগুলো নাযলি করছেন সেগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ্ যখন আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং তাঁর বংশধরগণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল তখন তিনি তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি তাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করছেন, তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর অহী নাযলি করছেন। কিন্তু, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কেউ ঈমান এনছে; আর কেউ কুফরি করছে: “আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেকে জাতরি মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নরিদশে দিয়ে যবে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হদিয়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যককে উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছিলি।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ্ যবে আসমানী কতিবগুলো নাযলি করছেন সেগুলোর মধ্যে প্রধান চারটি: তৌরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন। “তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কতিব নাযলি করছেন, পূর্ববে যা এসছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযলি করছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।”[সূরা আল ইমরান, আয়াত:০৩]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: “আর আমি দাউদকে দিয়েছি যাবুর”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৫]

নবী-রাসূলগণের সংখ্যা অনকে। তাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের কারো কারো কাহিনী আল্লাহ্ আমাদেরকে অবহতি করছেন; আর কারো কারো কাহিনী আমাদেরকে অবহতি করেননি: “আর অনকে রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্ববে দিয়েছি এবং অনকে রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেইনি”[সূরা নসি, আয়াত: ১৬৪]

আল্লাহ্ যত কতিব নাযলি করছেন সকল কতিবেরে প্রতি ঈমান আনা এবং যত নবী-রাসূল প্রেরণ করছেন সকল নবী-রাসূলেরে প্রতি ঈমান আনা ফরয। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “হে মুমনিগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলেরে প্রতি, এবং সবে কতিবেরে প্রতি যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলেরে উপর নাযলি করছেন। আর সবে গ্রন্থেরে প্রতি যা তার পূর্ববে তিনি নাযলি করছেন। আর যবে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফরিশিতাগণ, তাঁর কতিবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষে দবিসেরে প্রতি



কুফরী করে সে সুদূর ভিন্নান্‌ততি পততি হলো।”[সূরা নসিা, আয়াত: ১৩৬]

রাসূল ও নবী হচ্ছ— একই অভধার দুইটি নাম। নবী-রাসূল হচ্ছনে এমন ব্যক্‌ত আল্লাহ্‌ যাকে মনোনীত করে মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতরে দকিে দাওয়াত দয়োর জন্য, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার করার জন্য পাঠয়িচ্ছেনে: “সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূলগণ প্ররেণ করছে, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহ্‌র বরিন্দধে মানুষরে কোনে অভযিগে না থাকে।” [সূরা নসিা, আয়াত: ১৬৫]

নবী-রাসূলগণরে সংখ্যা অনকে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ্‌ ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখে করছেনে। তাঁদরে সকলরে উপর ঈমান আনা ফরয। তাঁরা হচ্ছ— আদম, ইদ্রসি, নূহ, হুদ, সালহে, ইব্রাহমি, লুত, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, শূয়াইব, আইয়ুব, যুলকফিল, মুসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, ইলয়িস, আল-ইসাআ, ইউনুস, যাকরয়িয়া, ইয়াহইয়া, ইসা, মুহাম্মদ (তাঁদরে সকলরে উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বরযতি হকে)।

কুরআনে কারীম হচ্ছে সবচয়ে মরযাদাবান ও সর্বশষে আসমানী গ্রন্থ। কুরআন তার পূর্ববে নাযলি হওয়া গ্রন্থসমূহকে রহতিকারী এবং সগেলগের উপর কর্তৃত্বকারী। তাই কুরআন অনুযায়ী আমল করা ও অন্য কতিবরে উপর আমল বর্জন করা ফরয। “আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কতিব নাযলি করছে ইতোপূর্বকোর কতিবসমূহরে সত্যতা প্রতিপিন্‌নকারী ও সগেলগের তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ্‌ যা নাযলি করছেনে সে অনুযায়ী আপনি তাদরে বচির নষিপত্‌ত করুন।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ্‌ বনী আদমরে মধ্য থেকে কাউকে কাউকে রাসূল ও নবী হিসেবে মনোনীত করছেনে এবং প্রত্যকে উম্মতরে কাছে নবী-রাসূল পাঠয়িচ্ছেনে। তিনি তাদরেকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতরে দকিে মানুষকে আহ্বান করার এবং শরয়িতরে বধি-বধিন বরণনা করার নরিন্দশে দয়িচ্ছেনে; যে বধি-বধিনরে মধ্যে দুনিয়া ও আখরিতরে সুখ-শান্তি নিহিতি রয়ছে। তিনি তাদরেকে নরিন্দশে দয়িচ্ছেনে— ঈমানদারদেরকে জান্নাতরে সুসংবাদ দয়োর ও কাফরেদেরকে জাহান্নামরে হুমকি দয়োর: “আর আমরা অবশ্যই প্রত্যকে জাতরি মধ্যে রাসূল পাঠয়িছেলাম এ নরিন্দশে দয়িে য়ে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদরে কছি সংখ্যককে আল্লাহ্‌ হদিয়াত দয়িচ্ছেনে, আর তাদরে কছি সংখ্যকরে উপর পথভ্রান্‌তি সাব্যস্ত হয়ছেলি।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ্‌ তাআলা কছি কছি নবী-রাসূলকে অন্য নবী-রাসূলদরে উপর মরযাদা দয়িচ্ছেনে। রাসূলগণরে মধ্যে সবচয়ে শ্রেষ্ট হচ্ছনে তাঁরা যাদরেকে বলা হয় ‘উলুল আযম’। তাঁরা হচ্ছনে- নূহ, ইব্রাহমি, মুসা, ইসা ও মুহাম্মদ (তাঁদরে উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া বরযতি হকে)। আর এঁদরে মধ্যে সবচয়ে শ্রেষ্ট হচ্ছনে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্‌লাম। প্রত্যকে নবীকে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর কওমরে লোকদরে নকিট পাঠাতনে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্‌লামকে সমস্ত মানবজাতরি কাছে পাঠয়িচ্ছেনে। তিনি হচ্ছনে- সর্বশষে ও সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসূল। তাঁর সম্পর্কে



আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।”[সূরা সাবা, আয়াত: ২৮]

আল্লাহ নবী-রাসূলকে মনোনীত করছেন এবং তাদেরকে তাদের কওমের জন্য আদর্শ-পুরুষ বানিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে প্রতাপালন করছেন, শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, রসিালত দিয়ে (বার্তাবাহক বানিয়ে) সম্মানিত করছেন, পাপ-পঙ্কলিতায় লিপ্ত হওয়া থেকে তাদেরকে সুরক্ষা করছেন এবং মাজাজো প্রদান করার মাধ্যমে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছেন। তাই নবী-রাসূলগণ হচ্ছেন পরিপূর্ণ আকার ও আখলাকরে অধিকারী, জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, সত্যভাষী এবং সুশোভিত জীবনধারার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন: “আর আমরা তাদেরকে করছিলাম নতো; তারা আমাদের নরিদশে অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত; আর আমরা তাদেরকে সংকাজ করতাম ও সালাত কায়মে করতাম এবং যাকাত প্রদান করতাম ওহী পাঠিয়েছিলাম; এবং তারা আমাদেরই ইবাদতকারী ছিল।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭৩]

নবীগণ আল্লাহর আনুগত্য ও চরিত্রের মাধুর্যের ক্ষেত্রে এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হদিয়াত দান করছেন, কাজেই আপনি তাদের পথ অনুসরণ করুন।”[সূরা আনআম, আয়াত: ৯০]

আমাদের নবীর মধ্যে সকল নবী-রাসূলের ভাল গুণাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাঁকে উন্নত আখলাক দান করছেন। তাই আমাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করার নরিদশে দিয়েছেন। “অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ; তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষে দিনেরে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১]

সকল নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ইসলামী আকদিার অন্যতম রুকন; যে রুকনগুলোর প্রতি ঈমান না-আনলে কোন মুসলমানের ঈমান পূর্ণ হবে না। কারণ নবী-রাসূলগণ সকলে একই আকদিার দিকে আহ্বান করছেন। আর তা হচ্ছে- এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নিযলি হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইস্মাঈল, ইসহাক, ইয়া’কুব ও তার বংশধরদের প্রতি নিযলি হয়েছে, এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব- এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনি। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬]